আজকের কাগজ

তারিখ ... 12 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১

129

আজকের কাগজ

ঢা. বি. ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের ভিড়, চরম উত্তেজনা চলছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (আ-অ) মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় ও ডাকসু অফিস তছনছের পর গতকাল শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তবে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করেছে। বিভিন্ন হলের গেটে অস্ত্রধারীরা অবস্থান করছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগত যুবকদের আনাগোনাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। 'আবার কখন শুরু হয়' এ রকম একটা উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। গতকাল সন্ধ্যায় হাকিম চত্বর টিএসসিও বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এলাকায় অস্ত্রধারী যুবকদের সংঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মহসীন হল, জহুরুল হক হলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দু'শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এ দিকে এই বন্দুক যুদ্ধ চলাকালে কতিপয় যুবক ডাকসু অফিস ভাঙচুর করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিবুল হক নামে জহুরুল হক হলের একজন সাবেক আবাসিক ছাত্রও মারা গেছে। তবে শারীরিক অসুস্থতাই তার মৃত্যুর কারণ। এ ব্যাপারে গতকাল জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ ডঃ আশরাফ উদ্দিন আহমেদ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মহিবুল গতবছর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম. এ পাস করেছে।

সে দীর্ঘদিন ধরেই যক্ষায় ভুগছিলো। গত বৃহস্পতিবার রাতে তার রক্ত বমি শুরু হলে হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যায়। মহিবুল জহুরুল হক হলে তাঁর এক বন্ধুর রুমে থাকতো বলে জানা গেছে। তার বাড়ি ভোলা জেলায়। গতকাল ক্যাম্পাস এলাকায় স্বল্পসংখ্যক পুলিশ চোখে পড়েছে। গতকালও ক্যাম্পাসে কোনো যানবাহন ঢুকতে দেয়া হয়নি।

ডাকসু'র বিবৃতিঃ ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এবং জিএস খায়রুল কবীর খোকন গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে গত বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং এ জন্যে ছাত্রলীগ (আ-অ) কে দায়ী করেছে। বিবৃতিতে তারা ডাকসু অফিস ভাঙচুরেরও নিন্দা করেছে। বিবৃতিতে নেতারা অবিলম্বে সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতার এবং তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারেরও দাবি জানিয়েছে। এ দিকে গত বৃহস্পতিবার রাতের সন্ত্রাসী ঘটনা এবং ডাকসু ভাঙচুরের প্রতিবাদে গতকাল বেলা ১১টায় ডাকসু'র উদ্যোগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও পরে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয় সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদলনেতা খায়রুল কবীর খোকন ও নাজিমুদ্দীন আলম। তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশের ছাত্র-জনতার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।